প্রথম আলো

তারিখ 08 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে সংকট

তদন্ত কমিটির কাজ শুরু তবু ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে চলমান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ইতিমধ্যে কাজও শুরু করেছে কমিটি। তবু ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রেখেছেন শিক্ষকেরা।

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক মনজুরুল হাসানের বিরুদ্ধে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার দাবিতে গত ১৫ নভেম্বর থেকে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রেখেছেন শিক্ষকেরা। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ নভেম্বর জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন আবদুল জব্বার হাওলাদারকে প্রধান ও উপরেজিস্ট্রার (কাউন্সিল/টিচিং) আবু হাসানকে সদস্যসচিব করে চার সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে প্রশাসন। কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন গণিত বিভাগের অধ্যাপক লায়েক সাজ্জাদ এন্দেল্লাহ ও ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক তাইবুল হাসান খান। কমিটিকে ১০ কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন আবদুল জব্বার হাওলাদার বলেন, কমিটি গঠনের পর গত বৃহস্পতিবার প্রথম সভা হয়েছে। এরপর শনিবার সাতজনের সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়েছে। যথাসময়ে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

এরপরও বিভাগের ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রেখেছেন শিক্ষকেরা। এই পরিস্থিতিতে কমিটির জন্য কাজ করা অসুবিধাজনক কি না—জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে কমিটির এক সদস্য বলেন, 'অসুবিধা একটু হবে। আমরা তাঁদের ক্লাসে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেছি।'

জানতে চাইলে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক সাজেদ আশরাফ করিম বলেন, বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষক ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখার পক্ষে। তাই ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ আছে। তবে এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার চেষ্টা করা হবে।

এদিকে বছরের শেষ দিকে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকায় বিভিন্ন বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিভিন্ন ব্যাচের একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, ডিসেম্বরের শুরুর দিকে চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলো শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে পরীক্ষা কখন শুরু হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

সহ-উপাচার্য আবুল হোসেন বলেন, 'তদন্ত কমিটি কাজ করছে। আশা করছি, দুই-এক দিনের মধ্যে ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হবে।'

স্নাতকোত্তর পরীক্ষা কমিটি ২০১২-এর পুনর্গঠনকে অবৈধ ও পরীক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে অস্বচ্ছ অভিহিত করে গত ৭ নভেম্বর সংবাদকর্মীদের কাছে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেন অধ্যাপক মনজুরুল হাসান। পরদিন বিভাগের ১৭ জন শিক্ষক বিভাগীয় অ্যাকাডেমিক কমিটির জরুরি সভায় ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বিভ্রান্তিকর ও উসকানিমূলক বলে উল্লেখ করেন। বহিরাগতদের উপস্থিতিতে মনজুরুল হাসান বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন দাবি করে বিভাগের শিক্ষকদের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনকে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে বলা হয়। এ জন্য শিক্ষকেরা প্রশাসনকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন। কিন্তু প্রশাসন জিডি না করায় ১৫ নভেম্বর থেকে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ করে দেন শিক্ষকেরা।